দৈনিক
ইত্তেফাক

3 JAN 2017

১৬ বছর যাবৎ বন্ধ সিরাজদিখানের শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি

■ সিরাজদিখান (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা

দানশীল, শিক্ষানুরাগী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের স্বেচ্ছাদানের টাকায় গঠন করা হয়েছিল ফান্ডটি। ফান্ডের টাকা কৃষি ব্যাংক সিরাজদিখান শাখায় স্থায়ী ডিপোজিট আকারে রাখা হয়েছিল। এর লভ্যাংশ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত নিয়মিত বৃত্তি প্রদান চলছিল। কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ধরা পড়ায় বৃত্তি প্রদান বন্ধ হয়ে যায়

দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা নিষ্পত্তিতে সময় নিয়েছে দীর্ঘ ১১ বছর! তারপর চলে গেছে আরো চার বছর। মোট ১৬ বছর পরও কর্তৃপক্ষের অবহেলায় শুরু হচ্ছে না সিরাজদিখান শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি প্রদান। ফলে প্রতি বছর বৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকার শত শত গরিব-মেধাবী শিক্ষার্থী। অন্যদিকে ক্ষোভ বিরাজ করছে এলাকার বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজের সর্বস্তরে।

শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ও মনোযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং গরিব-মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্যার্থে ১৯৮৮ সালে গঠন করা হয়েছিল সিরাজদিখান শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট। দানশীল, শিক্ষানুরাগী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের স্বেচ্ছাদানের টাকায় গঠন করা হয়েছিল ফান্ডটি। ফান্ডের টাকা কৃষি ব্যাংক সিরাজদিখান শাখায় স্থায়ী ডিপোজিট আকারে রাখা হয়েছিল। এর লভ্যাংশ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত নিয়মিত বৃত্তি প্রদান চলছিল। কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ধরা পড়ায় বৃত্তি প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ পেলে তৎকালীন মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ১১ বছর তদন্তের পর ২০১২ সালে (স্মারক নং-২৫৪৭৯, তারিখ ২৬-৯-১২) দুর্নীতি দমন কমিশন মামলাটির নিষ্পত্তি করে। নিষ্পত্তির চার বছর পরও শুরু হয়নি বৃত্তি প্রদান।

এ ব্যাপারে সিরাজদিখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ট্রাস্টের সভাপতি তানবীর মোহাম্মদ আজিম বলেন, আমি কাজে যোগদানের পর ট্রাস্টের মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি শুনেছি। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন সিরাজদিখান শিক্ষা ট্রাস্টকে অবহিত করে কোনো চিঠি প্রদান করেনি। চিঠি পেলে বৃত্তি প্রদান শুরু করা হবে।

ট্রাস্টের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হবে ট্রাস্টের সভাপতি ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হবেন সদস্য সচিব।